দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 19 DEC 1996
পৃষ্ঠা - ১ কলাম - ৬

চট্টগ্রামের দ্বীনী সচেতন মহলের অভিযোগ

মহিউস সুন্নাহ মাদ্রাসা তুলে দিয়ে একই স্থানে এনজিও স্কুল প্রতিষ্ঠার মতলব

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে চট্টগ্রামস্থ তাজবিদুল কোরআন মহিউস সুন্নাহ মাদ্রাসাটিকে তুলে দিয়ে ঐ স্থানে একটি এনজিও পরিচালিত স্কুল প্রতিষ্ঠার মতলব আঁটা হয়েছে। বিদেশী সাহায্যপুষ্ট একটি প্রভাবশালী এনজিও সেখানে তার নিজস্ব স্টাইলে স্কুল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে ইসলামবিরোধী মহলের সাথে যোগসাজশ করে ঐ পরিকল্পনা গ্রহণ করে বলে স্থানীয় সচেতন মহল অভিযোগ করেছে। অভিযোগ করা হয়েছে যে,

১১-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

মহিউস সুন্নাহ মাদ্রাসা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাদ্রাসার ঐ জায়গাটি জবরদখল করার জন্য অনেক দিন ধরেই পাঁয়তারা চলছিল। এ যাবতকালের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হওয়ায় এবার ঐ মহলটির সাথে যোগ হয়েছে ঐ এনজিওটি। তারা চারদিক থেকে আঁটঘাট বেঁধে নিয়ে মহিউস সুন্নাহ মাদ্রাসা এবং মাদ্রাসা প্রধানের বিরুদ্ধে যৌথভাবে অভিযানে নামে। চূড়ান্ত অভিযান পরিচালনার জন্য তারা বেছে নেয় বিশ্ব মানবাধিকার দিবসকে। তারা যাকে যেখানে যেমন প্রয়োজন হয়, তাকে হাত করে নেয়, যাতে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কোন তরফ থেকে কোন প্রকার সহায়তা না পায়।

মহিউস সুন্নাহ মাদ্রাসার শিক্ষক অভিভাবক ও মাদ্রাসা পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ জানিয়েছেন যে, মাদ্রাসা প্রধান হাফেজ মাওলানা সালেহ আহম্মদকে গ্রেফতার করার পর পরই শুরু হয়েছে মাদ্রাসার জায়গাটি দখল করার অপচেষ্টা। মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্রদের হুমকি দেয়া হচ্ছে যেন অতিসত্বর তারা মাদ্রাসা ছেড়ে চলে যায়। ইতোমধ্যে হামলা হয়েছে। শিক্ষক ও ছাত্রদের মারধরের ঘটনা ঘটেছে। এসব বিষয় থানা কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। কিন্তু সবই নিষ্ফল হয়েছে। পুলিশ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। প্রশাসন নীরব থেকেছে। কতিপয় ছাত্রের পায়ে শেকল পরানোর ঘটনার জন্য মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কোনভাবে দায়ী যে নয়, তা ঐ ছাত্রদের অভিভাবকরাই জানিয়েছেন। অভিভাবকদের নিজেদের টাকায়, তাদের তত্ত্বাবধানে এবং ইচ্ছানুসারেই ঐ ব্যবস্থা গ্রহণ। এসবের হিসাব মাদ্রাসার রেজিস্টারে আছে। তা'সত্ত্বেও মাদ্রাসার পরিচালককে গ্রেফতার করা হয়েছে। এতসব কিছু ছাড়াও যদি বলা হয়, মাদ্রাসার ছাত্র শাসন পদ্ধতি (যা কেবল কতিপয় ছাত্রের জন্য, সবার জন্য নয়) মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার শামিল, তাহলেও তো মাদ্রাসাটি বন্ধ করে নেয়ার উদ্যোগ নেয়া যায় না। শিক্ষার অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করার কূটকৌশলতো আরো চরম মানবাধিকার লংঘন। ঐ মাদ্রাসা থেকে যাতে আর কেউ কোন হাফেজ ই কোরআন হতে না পারে এ ধরনের ঘৃণ্য অপচেষ্টা যারা চালাচ্ছে, তারাও মানবাধিকার লংঘন করছে। মহিউস সুন্নাহ মাদ্রাসাটিতে কোন বাড়াবাড়ি হয়ে থাকলে তার জন্য মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে সাবধান করে দেয়া যেত। (মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ যদিও বাড়াবাড়ির কথা অস্বীকার করেছে) কিন্তু মাদ্রাসাটিকে উচ্ছেদ করতে হবে এ ধরনের পাঁয়তারা মেনে নেয়া যায় না বলে চট্টগ্রামের দ্বীনী সচেতন মানুষ জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, সমাজে প্রতিদিন কতভাবে মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে, তার হিসাব কি মানবাধিকারের তথাকথিত ধ্বজাধারীরা রাখেন। এ ধ্বজাধারীদের মতে, চুরি, ডাকাতি রাহাজানি, অপহরণ, খুন- এসব মানবাধিকারের উল্লেখযোগ্য লংঘন নয়। কোন মানুষকে অপদস্ত করা, মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা মানবাধিকার লংঘন নয়, প্রতিদিন অসহায় গরীব দুস্থ মেয়েদের অপহরণ করে, ফুসলিয়ে এবং অন্যান্য ঘৃণ্য উপায়ে পতিতালয়ে ঠেলে দিয়ে মানবেতন জীবনযাপনে বাধ্য করা তাও মানবাধিকার লংঘন নয়। মানুষের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করা, বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জায়গা জমি হাতিয়ে নেয়ার অপচেষ্টা মানবাধিকার লংঘন নয়। এসব ক্ষেত্রে মানবাধিকার লংঘনের কোন নজির এ ধ্বজাধারীরা বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে তুলে ধরেনি। মহিউস সুন্নাহ মাদ্রাসার ছাত্র, অভিভাবকরা জানিয়েছেন, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে দুর্নীতিবাজ হওয়ার, চরিত্রহীন হওয়ার, সন্ত্রাসী হওয়ার অবাধ সুযোগ রয়েছে- সেখানে একটু কড়া শাসনে তারা তাদের সন্তানদের মানুষ হিসেবে, সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এ মাদ্রাসায় দিয়েছেন। তারা আরো জানান যে, মহিউস সুন্নাহ মাদ্রাসায় যে কড়াকড়ি ব্যবস্থা অভিভাবকদের উদ্যোগে চালু রয়েছে, সে রকম ব্যবস্থা দেশের আরো কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে।